রোমান্টিসিজম্

'রোমান্টিসিজম' হলো একটি সাহিত্যিক অনুভূতি, কিন্তু এর কোনো সর্বজনসম্মত সংজ্ঞা মেলে নি, এ সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন অভিমত দিয়েছেন:

১. অধ্যাপক হারফোর্ড বলেছেন — রোমান্টিসিজম হলো 'an extraordinary development of imaginative sensibility' অর্থাৎ কল্পনা প্রবণতার অসাধারণ বিকাশই রোমান্টিসিজম,

২. হ্যামিলটন বকল বলেছেন — 'Romanticism has already passed into the realm of the unknowable'

৩. ওয়ালটার পেটার বলেছেন — রোমান্টিসিজম হলো 'the addition of strangeness to beauty' অর্থাৎ সৌন্দর্য অনুভূতির সঙ্গে তীব্র কৌতূহল বোধের সংযোগটি হলো রোমান্টিসিজম,

৪. ওয়াটস্ ডানটনের ভাবনায় রোমান্টিসিজম হলো — the Renascence of Wonder' অর্থাৎ বিস্ময়রসের পুনর্জীবনই হলো রোমান্টিসিজম,

৫. এডওয়ার্ড আলবার্ট বলেছেন, রোমান্টিসিজম হলো — the Return to Nature' অর্থাৎ প্রকৃতির অভিমুখে প্রত্যাবর্তন,

৬. ভিক্টর হুগোর মতে, তা হলো 'সাহিত্যে আত্মমুক্তি', উদারপন্থা',

৭. ব্রুনেটিয়ারের মতে, তা হলো 'সাহিত্যে আত্মমুক্তি',

তবে এই সমস্ত সংজ্ঞাগুলির মধ্যে সমালোচকেরা হারফোর্ডের উল্লিখিত সংজ্ঞাটিকেই সর্বাধিক উপযোগী সংজ্ঞা বলে গ্রহণ করেছেন।

রোমান্টিসিজমের বৈশিষ্ট্য বা স্বরূপ:—

রোমান্টিসিজমের প্রধান বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণগুলি হল—
১. ব্যক্তিনিষ্ঠতা ২. স্বেচ্ছাচারিতা ৩. গতিশীলতা ৪. আবেগপ্রবণতা, ৫. সৌন্দর্যপ্রিয়তা ৬. অভিনব প্রকৃতিপ্রীতি ৭. আত্মিক নিঃসঙ্গতা ৮. উদ্ভটতের প্রতি বিস্ময়বিমুগ্ধ শ্রদ্ধা ৯. প্রচলিত কাব্যাদর্শের বিরোধিতা ১০. পাঠকমনে তীব্র বিস্ময় ও রহস্য সৃষ্টি।

১. রোমান্টিসিজমের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ব্যক্তিনিষ্ঠতা, অর্থাৎ কবির একান্ত ব্যক্তিগত ভালোলাগা মন্দলাগার প্রকাশ, তাই রোমান্টিক সাহিত্যে কবির আত্মভাবই প্রধান। এ হলো মন্ময় বা সাবজেক্টিভ রচনা। তাই রোমান্টিক কবি যখন তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি করেন, তখন তাঁর রচনায় অন্য কারো প্রসঙ্গ থাকে না, সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকে না। এখানে কবির তীব্র অনুভূতিটি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে

প্রকাশিত হয়। কোথাও কোনো কৃত্রিমতার ছাপ থাকে না। যেমন—

জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ,
ধন্য হল ধন্য হল মানব জীবন,
নয়ন আমার রূপের পুরে সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘুরে
শ্রবণ আমার গভীর সুরে হয়েছে মগন। —' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,

২. রোমান্টিসিজমের দ্বিতীয় লক্ষণ— স্বেচ্ছাচারিতা, অর্থাৎ সাহিত্যের প্রচলিত রীতিনীতিকে অস্বীকার করা, রোমান্টিক কবির মন বড় সংকোচশীল। প্রচলিত কোনো কিছুতেই তিনি পরিতৃপ্তি পান না, তাই তিনি নিজের খুশিতে কবিতা লেখেন। সাহিত্যের পূর্বাপর প্রচলিত বাঁধা ধরা নিয়ম, রীতিনীতি তিনি মানেন না— বিদ্রোহ করেন। তাঁর বিদ্রোহ প্রধানত দুদিকে— ক) বিষয়বস্তু নির্বাচনে, খ) কাব্যপ্রকাশের রীতিনীতিতে। আগেকার কবিরা যে বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে কবিতা লিখতেন, তা তাঁর মনঃপুত হয় না, তাই তিনি খুশি মতো বিষয়বস্তু নির্বাচন করেন। এছাড়া প্রচলিত প্রকাশভঙ্গীতে তাঁর অন্তর তৃপ্ত হয় না, ফলে তিনি স্বেচ্ছাচারীর মতো কাব্যের রূপরীতি নিজের মতো করে স্বতন্ত্রভাবে গড়ে তোলেন। তাতে প্রচলিত যুক্তিগুলি পরিত্যক্ত হয়— বস্তুতান্ত্রিক জীবন ভাবনা প্রত্যাখ্যাত হয়— ছন্দ অলংকারের কঠোর বন্ধন শিথিল হয়। স্বেচ্ছাচারিতার উদাহরণ হল—

সেফটি ক্লাউনটিকে খুব যত্ন করে আমার কোমরের উপরে বসাই,
তারপর টেলিফোনের মাউথপিসটাকে
তার মুখের কাছে এগিয়ে দিয়ে বলি,
"যদি বাঁচতে চাও হারামজাদা,
তাহলে আয়, আমার সঙ্গে গলামিলিয়ে বল:
হ্যালো দমদম- - - হ্যালো দমদম- - - হ্যালো- - -। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

৩. রোমান্টিসিজমের তৃতীয় লক্ষণ— গতিশীলতা; অর্থাৎ বাস্তব জগতের রূপ ছাড়িয়ে স্বাধীন— প্রমত্ত— প্রচণ্ড— স্বেচ্ছাচারী কল্পনার পাখনা মেলে উধাও হয়ে যাওয়া, এ হলো 'অসংযত গতি'। যাতে কবির মন কখনো অতীতচারী হয়, কখনো তাঁর মন পৌঁছে যায় কোনো স্বপ্নলোকে, কখনো পৌঁছে যায় কোনো অলৌকিক বা অতিলৌকিক ভাবনার রাজ্যে। কারণ— সমকালীন যুগ ও জীবনের প্রতি কবির আস্থা নেই, সাময়িক অনুশাসন তিনি মানেন না, রাজনৈতিক আনুগত্য তাঁর পছন্দ নয়। প্রাতিষ্ঠানিক গৌরবকে তিনি ঘৃণা করেন, তাই তাঁর মন শান্তি ও তৃপ্তির সন্ধানে অন্য কোনো কল্পনার রাজ্যে চলে যায়— যেমন, রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষা— ' আমি

যদি জন্ম নিতেন কালিদাসের কালে; জীবনানন্দ পৌঁছে যান — বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে'।

এমনি করেই রোমান্টিক কবি কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করেন — প্রাচীন ইতিহাস থেকে, পুরোনো লোককথা-রূপকথা-কিংবদন্তী থেকে কিংবা প্রাচীন গান গাথা ও কাহিনী থেকে। রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, কোলরিজের কাব্যে এমনি প্রাচীন পুরাণ ও ইতিহাসের মধ্যে নতুন সৌন্দর্যলোক নির্মিত হয়েছে।

তেমনি রোমান্টিক কবিরা অনেক সময় বর্তমান যুগ জীবনের প্রতি ~~ইতিহাস~~ বীতশ্রদ্ধ হয়ে আপন কল্পনাবলে কাব্যে অতিপ্রাকৃতের জগৎ নির্মাণ করেন, সেখানে এক অপার্থিব জগৎ, এক রহস্যময় স্বপ্নলোক, এক অভিনব সৌন্দর্যলোকের সৃষ্টি হয়, যেমন — কীটসের 'ল্যামিয়া', 'ইসাবেলা', কোলরিজের 'এনসিয়েন্ট ম্যারিনার', রবীন্দ্রনাথের 'সিন্ধুপারে', জীবনানন্দের — 'বনলতা সেন' প্রভৃতি কবিতায় এই রহস্যানুভব ধরা পড়ে।

৪. রোমান্টিক কবির মন বড় স্পর্শকাতর, বড় সংবেদনশীল, সামান্য আঘাতেই তিনি ভেঙে পড়েন, সামান্য আনন্দেই উচ্ছ্বসিত হন। তাঁর কোনো কিছুতেই তৃপ্তি নেই, তাই তিনি সর্বদাই ভোগেন — হতাশায়, যন্ত্রণায়, নৈরাশ্যে ও বিষণ্ণতায়। জীবনে তিনি কোনো কিছুরই পূর্ণতা খুঁজে পান না। অপূর্ণতায় তিনি দগ্ধ হন। সৌন্দর্যের অপূর্ণতায় তিনি বিড়ম্বনা বোধ করেন, আনন্দের অপূর্ণতায় তিনি ~~দগ্ধ~~ আশাহত হন। জাগতিক অসম্পূর্ণতাতে তিনি আর্তস্বরে চিৎকার করেন। চোখের সামনে যা দেখেন — তার কোনো কিছুতেই তাঁর স্বস্তি নেই, শান্তি নেই; তিনি যা চান তা পান না, আর যা পান তা হেলায় প্রত্যাখ্যান করেন, তাই রোমান্টিক কবি বিহারীলালের মন সর্বদাই হু-হু করে, রবীন্দ্রনাথ বলে ওঠেন —

"চিরদিন মোরে হাসালো কাঁদালো চিরদিন দিল ফাঁকি।"

শেলী, কীটস, কোলরিজের কবিতায় এই রোমান্টিক বিষণ্ণতা পাঠককে বিমূঢ় করে দেয়, রোমান্টিক কবি বলেন —

'We look before and after and pine for what is not.'

পতি বলেন:

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।